টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ৫ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৭৭ ইং 22nd July. 1970 | ১০ম সংখ্যা

॥ এ বছরের (১৯৭০) বনমহোৎসব পালন করুন ॥

★★ কবে কোন আদিম প্রভাত থেকে বৃক্ষ আমাদের বন্ধু। ছায়া, ফুল ফল কাঠ দিয়ে সে আমাদের মনহরণ এবং জীবন রক্ষা করে আসছে। ২১তম বনমহোৎসবে আপনার গৃহ প্রাঙ্গণে, রাস্তার দুপাশে, বিদ্যালয় অঙ্গনে এবং সবস্থানে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করুন এবং রোপিত শিশু বৃক্ষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান। ★★

এ বছরে (১৯৭০) জুলাইর শেষ সপ্তাহ থেকে জেলার সর্বত্র বনমহোৎসব প্রতিপালিত হচ্ছে। আপনার চারা গাছ প্রভৃতির প্রয়োজনে আপনি স্থানীয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, প্রিন্সিপাল এগ্রিকালচারাল অফিসার, ফরেষ্ট রেঞ্জার প্রভৃতির সঙ্গে আগে থেকেই যোগাযোগ করুন।

॥ আরও বেশি গাছ লাগান ॥

॥ আরও বেশি গাছ বাচান ॥

॥ মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ অফিস বহরমপুর থেকে নিবেদিত ॥

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরানোর পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লি

স্টুডেন্টস ফেভারিট

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

ইস্কুলের ছেলে জনকতক মিলে
বাড়ি নিয়ে গেল ধ'রে,
তারা চাঁদা ক'রে দেখায়ে ডাক্তার
এ যাত্রা বাঁচালে মোরে।
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

শিক্ষক ও রাজনীতি

জ্ঞানতপস্বী শিক্ষক অনন্ত জিজ্ঞাসার অফুরন্ত সম্পদ আহরণ করিয়া যোগ্যজনে তাহা প্রদান করিবেন। তাঁহাকে সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষার আদর্শ কি? সমাজ-কল্যাণে তাহার কতটা কার্যকারিতা আছে। অবশ্য প্রচলিত ধারণা এই যে, শিক্ষকের কাজ শিক্ষা দেওয়া। তাহার বাহিরে তাঁহার কোন চিন্তা থাকা ঠিক নয়। অর্থাৎ ছাত্রদের যেমন অধ্যয়নই তপস্যা, শিক্ষকদেরও তেমনি অধ্যাপনা ব্রত। কিন্তু ইহা কি দেশ-কাল-সামাজিক চিন্তা বহির্ভূত হইতে পারে?

প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষে দেখা গিয়াছে, ইংরাজ-শাসন ও শোষণে বিক্ষুব্ধ ভারতীয় ছাত্রসমাজ একদা হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা প্রকম্পিত করেন। সেদিন তাঁহারা পরাধীনতার জ্বালা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তৎকালীন শ্রদ্ধেয় শিক্ষককুল যোগ্য কারণেই ছাত্রদের নানাভাবে প্রেরণা দিয়াছিলেন, আর তাহারই সার্থক পথদিশারী শহীদ ক্ষুদিরাম, বীর বাঘা যতীন, মাষ্টার দা (সূর্য সেন), শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, ভারতগৌরব সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি। কি অগ্নিযুগের রক্তক্ষয়ী বিপ্লব, কি অসহযোগ আন্দোলন, কি ভারত ছাড় ডাক—সর্বত্র তখন একটা বিরাট রাজনীতি কাজ করিয়াছিল। আর সেই সব পুণ্যতিথিগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া দেশের ছাত্র-শিক্ষক যেভাবে আগাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে নিতান্ত প্রত্যন্ত-পল্লীরও জনগণ লাভ করেন এক উন্মাদনার প্রেরণা। কালের ইতিহাসে তাহার অক্ষয় আসন রহিবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে এবং স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার নানা পরিবর্তন হইতে লাগিল। সমাজতন্ত্রের মাত্র মৌখিক বুলি একটা বড় অসাম্য, এখনও সক্রিয়। ধনিকতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও নিঃস্বতন্ত্র—বৃটিশ-ভারতের ন্যায় এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। আজিকার সামাজিক, রাষ্ট্রীক চিন্তাভাবনায় ও সমাজ পরিবেশে শিক্ষককুল রাজনীতি চিন্তাবর্জিত হইতে পারেন না। পারিতেছেন না ছাত্রসমাজও। পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে আজ অপ্রচুর কর্মসংস্থান, বেকারির অভিশাপ, নিষ্ফলা শিক্ষাব্যবস্থা নানা সমস্যার সহিত সংপৃক্ত হইয়া আছে।

বৈদিক ভারতে বা তৎপরবর্ত্তী ভারতে একটা নির্দিষ্ট শিক্ষাদর্শ ছিল। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য প্রভৃতি স্তরের মানুষের জন্য তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা নীতি ছিল। কিন্তু ইংরাজ শাসনকালের কেরানী-গড়া শিক্ষানীতি এখানে এখনও চলিতেছে। জাতীয় সরকার সুদীর্ঘ বাহাত্তর বৎসরের শাসনকালেও যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু শিক্ষানীতি দিতে পারেন নাই। শিক্ষক এখন যে কাজে ব্রতী—কী তাহার লক্ষ্য, তাহা তিনি শিক্ষার্থীর সামনে তুলিয়া ধরিতে পারেন না। শিক্ষার আদর্শের নিছক বইয়ের ভাষা নীরস হইয়া ঠেকে যখন দেখা যায়, বাস্তবের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাই কি কর্তব্যসম্পাদন? তাহা ছাড়া, বাজেটে শিক্ষার জন্য ছিটে-ফোঁটা বরাদ্দ। পৃথিবীর অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা থাক, ধনতান্ত্রিক দেশেও এমনটি দেখা যায় না। অতি ক্ষুদ্র সিংহলে ও ব্রহ্মদেশের শিক্ষাখাতে যাহা ব্যয় করা হয়, তাহার তুলনায় ভারতের ব্যয় অনেক কম।

অবস্থার এই শোচনীয়তায় সজাগ শিক্ষকসমাজ তাহা কি মনে প্রাণে মানিয়া লইতে পারেন? জাতির মেরুদণ্ড যাঁহারা গড়িবেন, তাঁহারা নীরব দর্শক তথা নির্জীব ক্রীড়নকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলে কর্তব্যচ্যুতি হয় না কি? তাই তাঁহারা রাজনীতির চিন্তামুক্ত হইতে পারেন না। পারেন না বলিয়াই তাঁহাদের একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলভুক্তির অপবাদ সহিতে হয়। দেশ ও সমাজের কল্যাণে তাঁহারা শিক্ষার জন্য কিছু বলিলেই রাজনীতি করা হইল! আর যাঁহারা এই সব অভিযোগ করেন, তাঁহারাও আপন সন্তানদের সক্রিয় রাজনীতি হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারেন কই? কারণ, নানা দলীয় মতের সমর্থক যাঁহারা, কি করিয়া আপন আত্মজদের তাঁহারা তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবেন?

সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্য, সর্বোপরি দেশের তথা সমাজের কল্যাণের জন্য এবং জাতির মেরুদণ্ড ওই ছাত্র-সমাজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় গলদের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের সোচ্চার হওয়া যদি কাহারও কাছে ঘৃণ্য রাজনীতি বলিয়া মনে হয়, তাহা স্বীকার্য। উপযুক্ত শিক্ষানীতির জন্য, শিক্ষার সম্প্রসারণের দাবীর জন্য, শিক্ষার কল্যাণে শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য দেশের অচেতন সরকারকে জাগাইতে সোচ্চার হওয়া যদি ঘৃণ্য রাজনীতি হয়, তাহা বরণীয়। স্মরণাতীত-কালে মনুর শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থা আমরা পাইয়াছি। তাহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি সবই ছিল। সেদিনের আচার্যেরা পূজার্হ, আর আজিকার দিনের আচার্যেরা শিক্ষার সংগ্রামে ঘৃণার্হ হইলে সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত বুঝিতে হইবে।

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু পরিবার

পূর্ববঙ্গ থেকে অগণিত মানুষ আশ্রয়-প্রার্থীরূপে ভারতে আসতে আরম্ভ করেছেন। যেখানে আজীবন পুরুষানুক্রমে বসবাস করেছেন সেইসব হিন্দুরা—তাঁদের যথাসর্বস্ব সেইখানে ত্যাগ করে, ভিটে মাটি ছেড়ে, স্থাবর-অস্থাবর যত কিছু অবলম্বন মরজগতে একটি মানুষের বা পরিবারের থাকতে পারে সব কিছু ছেড়ে নিঃস্ব রিক্ত অপমানিত হয়ে আবার এসে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন ভারতের দুয়ারে। গত চার মাসে প্রায় এক হাজার উদ্বাস্তু

পরিবার পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মুর্শিদাবাদে এসেছেন। জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের স্রোত অব্যাহত গতিতে চলছে। প্রতিদিন প্রায় ৩।৪টি করে আবার কোনদিন আরও বেশী সংখ্যক উদ্বাস্তু পরিবার পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদ জেলায় চলে আসছেন। সম্প্রতি আগত প্রায় ষাটটি পরিবার বর্ত্তমানে কাতলামারী গ্রামে অবস্থান করেছেন। তাঁরা অন্য কোথাও না গিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলাতেই পূনর্ব্বাসন চাইছেন। যে সকল উদ্বাস্তু আসছেন তাঁর অধিকাংশই কৃষক ও জেলে সম্প্রদায়ের।

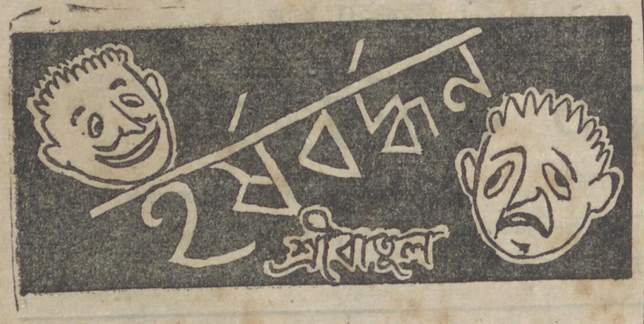

গত ১৭ই জুলাই প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে পঞ্চ-না শুনিয়ে গেলেন ঃ

(১) রাজ্যের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হচ্ছে না।

(২) শ্রীধাওয়ানকে সরানো হবে না।

(৩) পশ্চিমবঙ্গের হঠাৎ উন্নতি হতে পারে না।

(৪) যেভাবে এই রাজ্য এখন চলছে তা চলতে দেওয়া হবে না।

(৫) কলকাতার উন্নয়নে টাকার অভাব হবে না।

—কথার আড়ালে বঞ্চনা?

* * *

প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গে ঝটিকা-সফরে ঠাসা কর্মসূচীতে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা একটি বিশেষ দিক।

—সি পি এম্ ছাড়া একে 'ভিনি-ভিডি-ভিসি' বলা যায়।

* * *

গত শুক্রবার বেহালায় পুলিশে নকশালে একটি খণ্ডযুদ্ধ হয় বলে খবর।

আজকাল যে কোন ধস্তাধস্তিকে নকশালী কাণ্ড বলা অর্বাচীন প্রশাসনের নয়া ফিরিস্তি।

* * *

পেপসোডেন্ট টুথপেষ্টের বিজ্ঞাপন-ছবি দেখে মৎপুত্র হাবা বললে—'ন্যাকামি! গানের আসরে তানপুরো কোলে নিয়ে দাঁতে টুথব্রাশ ঘষতে বসেছে।'

* * *

নব বারাকপুরের একটি কারখানা খোলার দাবীতে কারখানার মালিক স্বগৃহে ঘেরাও হন।

—খুললেও ঘেরাও, বন্ধ করলেও ঘেরাও। 'এবার ফিরাও মোরে—'।

* * *

ছাত্রঃ স্যর, আমাদের শিক্ষানীতি কি?

শিক্ষকঃ দুর্নীতি। তা না হলে আজকাল মানুষ হয় না কেউ।

এ হরতাল কার স্বার্থে?

গত ১৪ই জুলাই বহু বাক্‌বিতণ্ডা, চাঞ্চল্যের মধ্যে দিয়ে 'বাংলা বন্‌ধ' অনুষ্ঠিত হয়। এই 'বাংলা বন্‌ধে' মানুষের কল্যাণ হল কতটুকু? কিছুই হয়নি। হল দেশের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার শ্রাদ্ধ আর জনজীবন বিপর্যস্ত। কিন্তু এই হরতাল ক্ষতি করছে কার? সরকারের? কোন কেষ্ট বেষ্টুর? মোটেই নয়, এতে ক্ষতিগ্রস্ত সেই সব মেহনতী মানুষ, যারা দিন আনে দিন খায়। যাদের পরণের কাপড় "ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না"—আর এদের দুঃখের সমব্যথী হয়ে কৃত্রিম কান্নায় আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলেন বর্ত্তমান দেশ নেতারা। ফাঁকির যেমন সীমা থাকে তেমনি সহ্যেরও। কিন্তু এঁদের নির্লজ্জতা বোধ হয় সকলকেই ছাপিয়ে উঠেছে। আমরা দেশবাসীর কাছে এই অনুরোধ জানাই, ভবিষ্যতে আবার যদি দেশ নেতারা দলে দলে খেয়োখেয়িতে 'বাংলা বন্‌ধে'র ডাক দেন সেদিন যেন সকল দেশবাসী একত্রে তাদের সর্ব্বশক্তি দিয়ে হরতাল অবরোধে বদ্ধপরিকর হন।

সুরভী ঘৃত ভাণ্ডার

উৎকৃষ্ট গাওয়া ও ভইসা ঘি-এর নির্ভর-যোগ্য নূতন প্রতিষ্ঠান।

রঘুনাথগঞ্জ — পাকুড়তলা

গৃহনির্ম্মাণ উপযোগী জমি বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জস্থ পুরাতন হাসপাতালের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসত বাটী করার উপযুক্ত পাঁচ বিঘা আমবাগানের মধ্যে আড়াই বিঘা জমি কাঠা হিসাবে বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, রঘুনাথগঞ্জ
(আদালত কাছারীর সন্নিকটে)

পরলোকে মন্মথ সরকার

জঙ্গিপুর শহরের নিকটবর্ত্তী জোতকমল গ্রামের স্বর্গীয় ডাঃ বসন্তকুমার সরকার মহাশয়ের মধ্যম পুত্র কমরেড মন্মথ সরকার ৬২ বৎসর বয়সে ধুলিয়ানে গত ১২ই জুলাই রবিবার দ্বিপ্রহরে পরলোকগমন করিয়াছেন। ধুলিয়ান তাঁহার পিতার কর্ম্মস্থল সেজন্য সেখানে তিনি থাকিতেন। তিনি ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করে বহুবার জেলে গিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দলের একনিষ্ঠ কর্ম্মী ছিলেন। তিনি খেটে খাওয়া মানুষদের পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ধুলিয়ানের সমস্ত দোকান ও কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। শত শত লোক তাঁর শবানুগমন করেন। এই অকৃতদার নিরলস, নির্ভীক ব্যক্তির শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ত্রৈলোক্য মহারাজ

গত ২০শে জুলাই সোমবার বহরমপুর শহরে অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম কর্ম্মী আশি বৎসরের বৃদ্ধ মহারাজ শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানান হয়। হাজার

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৯৬

তৃতীয় পৃষ্ঠার জের

হাজার মানুষ এই বিপ্লবী জননেতাকে দেখার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেন। প্রাকৃতিক গোলযোগের জন্য সভার স্থান নির্বাচনে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ায় এবং গ্রাণ্টহলের অল্প পরিসর ময়দানে সভার কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়ায় হাজার হাজার নরনারী অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। বহু প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে তাঁকে মাল্য অর্পণ করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন মহারাজের সহকর্মী প্রবীণ নেতা শ্রীপ্রভাস লাহিড়ী মহাশয়। সর্বভারতীয় আর, এস, পি নেতা শ্রীত্রিদিব চৌধুরী মহাশয় এই মহান বিপ্লবী কর্মীর জীবনী সংক্ষেপে ব্যক্ত করেন। সম্বর্ধনা সমিতির পক্ষ থেকে প্রদত্ত মানপত্র পাঠ করেন সাংবাদিক শ্রীপ্রফুল্ল গুপ্ত মহাশয়। মহারাজ পূর্ব্ববঙ্গের নব গণজাগরণের কথা উল্লেখ করে দেশের মানুষকে দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানান।

২১শে জুলাই জিয়াগঞ্জ লোটা পার্কে মহারাজের আগমন উপলক্ষে এক সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সঙ্কলন ঃ

রাজনৈতিক দলগুলি যদিও মাঝে মাঝে উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ্যে ২।৪টি সহানুভূতির "বুলি" উচ্চারণ করেন, অবশ্য কোন নির্ব্বাচনের সময় এই "বুলির" পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানের সভ্যতা ও নীতি বিগর্হিত নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবাদে ভারতের সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের রসনাই যেন স্তব্ধ। আমরা জানিনা কোন আশায় বা কোন উদ্দেশ্যে পাকিস্তানকে উচিত কথা শুনাইয়া অসন্তুষ্ট করিতে সরকার, রাজনৈতিক দল সমূহ এবং দেশের নেতারা সকলেই যেন নারাজ।

—অগ্নিশিখা